ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৩
আগরতলা,৫ মে,২০২৬

এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিতে রাজ্যের চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার এবং এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির যৌথ সহযোগিতায় রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জিবিপি হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়নে এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির পরামর্শ ও সহযোগিতাও নেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার এবং এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার উপস্থিতিতে যৌথ টাস্ক ফোর্সের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিতে 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং'-এ অংশগ্রহণের জন্য সরকারিভাবে ডেপুটেশনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত হয়েছেন শিশু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ চয়ন চাকমা ও ডাঃ চয়ন সরকার, শিশু বিভাগের নার্সিং অফিসার কল্যাণী দাস ও প্রিয়াঙ্কা দাস, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ অমূল্য দেববর্মা ও ডাঃ শান্তি কুমারী দেববর্মা এবং নার্সিং অফিসার সংগীতা ঘোষ ও পাপিয়া পাল। এর মধ্যে প্রথম চারজন কর্মকর্তা ২ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে চারজন কর্মকর্তা আগামী ১ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন। এই প্রশিক্ষণকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কর্তব্যরত হিসেবে গণ্য করা হবে। তাঁদের বেতন ও ভাতা বিধি অনুযায়ী সরকারি নিয়ম প্রদান করা হবে। এছাড়াও টিএ/ডিএ এবং অন্যান্য অনুমোদিত ব্যয় বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর উপরোক্ত কর্মকর্তাদের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্পনসর করছে এবং এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভবিষ্যতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ আরও উন্নত ও আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা লাভ করবেন। উল্লেখ্য, এই চারজন চিকিৎসক ইতোমধ্যেই নয়াদিল্লির এআইআইএমএস-এ পৌঁছে 'ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁরা আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা ও উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার এক প্রেস রিলিজে এই তথ্য জানিয়েছেন।

*****